কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হলো দাম বাড়িয়ে একে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আনা। এতে একইসাথে তামাকের ব্যবহার কমে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু বাংলাদেশে জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ তামাক কর কাঠামোর জন্য তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। তাই বাংলাদেশে কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি। ২৫ নভেম্বর বুধবার বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড কর্তৃক আয়োজিত ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তামাক করের প্রবণতা, বিশেষত বাংলাদেশ’ (Trends in Tobacco Taxation in South East Asia, with a special focus on Bangladesh) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তারা একথা বলেন।

ওয়েবিনারে ‘সাউথ-ইস্ট এশিয়া: ট্রেন্ডস ইন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর রিসার্চ অফিসার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার স্যাম ফিলবি এবং ‘টোব্যাকো ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিস (বিএনটিটিপি)–এর টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনর ড. রুমানা হক। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের টোব্যাকো কন্ট্রোলের ডেপুটি ডিরেক্টর আশিষ পাণ্ডে।

ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তৌহিদা জ্যাকব এবং সঞ্চালনা করেন

আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

সভায় বক্তারা আরো বলেন, বহুস্তরভিত্তিক দুর্বল কর কাঠামো এবং তামাকজাত দ্রব্যের ধরণে বিচিত্রতার দরুন দাম বাড়লে বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী তামাক কর ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে সে লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি বিস্তৃত তামাক কর নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে অতি সত্ত্বর জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যার মধ্যে করারোপসহ, কর আদায় পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ, ট্রাকিং ও ট্রেসিং, কর ফাঁকি বন্ধ, আমদানি-রপ্তানি, তামাক করসংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়াদিসহ তামাক করসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি যুক্ত থাকবে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের ফলে তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখছে না বরং তা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তামাক কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি করছে। বিগত দশ বছরে তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়লেও কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে পাঁচ গুণ। এই অবস্থার পরিবর্তন বক্তারা মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পাশাপাশি সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবী করেন।

ওয়েবিনারে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিবিদ, তামাক কর বিশেষজ্ঞ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা অংশ নেন।

কালীগঞ্জে গণপরিবহণে নেই ‘নো

মাস্ক নো সার্ভিস’ নীতি

সারাদেশের ন্যয় কালীগঞ্জেও ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’ প্রচারণা থাকলেও বাস্তবায়নে কোন তোড়জোড় চোখে পড়ছে না। উপজেলায় গণপরিবহণ চলাচলে স্বাস্থ্যবিধির কোন বালাই নেই। রাস্তা ঘাট, হাট বাজার ও গণপরিবহণে মাস্ক ছাড়াই অবাধে চলাচল করছে মানুষ।

স্বাস্থ্য সচেতনদের দাবি প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ আদালত মাস্ক ব্যবহারের জরিমানা ও সাজা প্রদান কমে আসায় মানুষের মধ্যে মাস্ক ব্যবহারের অনিহা দেখা দিয়েছে।মাস্ক ছাড়া যে কোন সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকার কথা থাকলেও গণপরিবহণে এর কোন বালাই নেই, যাত্রীরা মাস্ক ছাড়াই উঠছে গণপরিবহণে। এছাড়া অধিকাংশ গাড়ি চালকদের মুখেও নেই মাস্ক। দাঁড়িয়ে যাত্রী নেওয়া নিষেধ থাকলেও তা মানছে না চালকরা এবং বাসে উঠার আগে জীবাণুনাশক দিয়ে হাত পরিষ্কার করার শর্তও মানছে না তারা।

সাগর নামের এক যাত্রী বলেন, বাড়ি থেকে মাস্ক আনতে ভুলে গেছি আর এখন তো করোনায় মানুষ মরে না অযথা কেন মুখ আটকিয়ে রাখবো। যারা বেশি সচেতন তাদের এ রোগে আক্রান্ত হয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অনেক যাত্রী মন্তব্য করেন, তারা প্রতিনিয়ত মাস্ক ব্যবহার করেন তবে এখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় খুলে রাখছে।

শাপলা পরিবহনের এক হেলপার বলেন, সকাল বেলায় মাস্ক নিয়ে বের হয়েছিলাম কিন্তু কোথায় যেন পড়ে গেছে মনে নেই। গাড়িতে দাঁড়িয়ে যাত্রী নেওয়া নিষেধ এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের ছোট গাড়ি অতিরিক্ত যাত্রী না নিলে তেলের টাকা উঠে না। কত দিন পর পর গাড়ি জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে স্প্রে করেন এমন প্রশ্নে তিনি হেসে দিয়ে বলেন, এটা আবার কি কন গাড়িতে আবার কিসের জীবানু।

পূর্বাশা পরিবহনের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চালক বলেন, গাড়িতে অধিকাংশ যাত্রীর মুখে মাস্ক নেই আমরা ছোট কাজ করি যাত্রীদের মাস্ক ব্যবহারের কথা বললে মারধর করতে আসে। ‘নো মাস্ক নো র্সাভসি’এ কথাটি আমিও শুনেছি তবে আমরা-তো গরিব মানুষ যাত্রী না উঠলে গাড়ি চলবে না আর গাড়ি না চললে না খেয়ে মরতে হবে সেই জন্য করোনার ঝুঁকি নিয়েই গাড়ি চালাচ্ছি।

কালীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রতিনিয়ত মাস্ক ব্যবহারের জন্য

মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান করছে, তারপরও এ বিষয়ে সাধারন মানুষের মাস্ক ব্যবহার নিয়ে আগ্রহ পাওয়া যাচ্ছে না, করোনার ২য় ধাক্কা মোকাবিলায় যা খারাপ একটি ইঙ্গিত বহন করছে করছে বলে কালীগঞ্জের সচেতন মহলের মনোভাব।

মেহেরপুরে ওলকপির মাঠ দিবস পালন

মেহেরপুর সদর উপজেলা উজলপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কামদেবপুর মাঠে ৩৫০ জন কৃষক নিয়ে ইউনাইটেড সীড কোম্পানির পক্ষ থেকে মাঠ দিবস পালন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে মার্কেটিং অফিসার জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সেলিম রেজা।

এসময় তিনি বলেন, নতুন জাত কুইকবল- ফসল ওলকপি, যেটি একেবারেই নতুন তাই আমরা কৃষক দের সাথে সরেজমিনে দেখতে এসেছি তারা কেমন ফসল উৎপাদন করছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা বীজ বিক্রয় করে ঘরে বসে থাকি না। আমরা যে বীজ টি কৃষকদের দিচ্ছি সেই বীজ টি থেকে কৃষকরা কেমন ফলন পাচ্ছে সেটা আমরা প্রতিটি মাঠে যেয়ে সরেজমিনে দেখে আসছি। আমাদের মূল লক্ষ কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানো। তাই ঠিক সেই দিকে আমরা লক্ষরেখে কাজ করে যাচ্ছি।

কামদেবপুর মাঠের কৃষক আব্দুল মোতালেব হোসেন জানান, আমি গত বছর লাকি সেভেন এর ওলকপি টা লাগিয়েছিলাম এবার এই বছরে কুইকবল এর ওলকপি টা চাষ করে দেখছি, কপিটা ফাটে না আবার পচাও লাগে না কিন্তু গতবছর জমিতে সার, সেচ দিতে খুব ভয় লাগতো যে কখন পচা লাগে। সব চাইতে আমি সুবিধা পেয়েছি কপিটার গায়ে পাওডার বেশি থাকাতে। কারণ একজন ব্যবসায়ী কপি কিনতে গেলে আগে দেখে কপির গায়ে পাওডার আছে কি

সেই ক্ষেত্রে এবছর লাভ হতে পারে বলে আমি মনে করি।

এসময় ৩৫০ জন কৃষকদের মধ্যে টিম লিডার ও ভালো ফসল ফলানোর জন্য সেরা কৃষকদের উপহার হিসেবে ছাতা তুলে দেওয়া হয়।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আর এন ডি এর মার্কেটিং অফিসার মুক্তার হোসেন, রফিক বীজ ভান্ডারের শফিকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য মিলন, তৈহিদুল হক প্রমুখ।

ফিরোজার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ফিরোজা আক্তার সম্পা। ২০১৯ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর দুচোখে যেন অন্ধকার দেখছিলেন৷ দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে পড়লেন মহাসাগরে। এমন সময় সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি।

শুধু তাই নয়, সেখান থেকে বিনামুল্যে পাওয়া সেলাইমেশিন দিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। এরপর থেকে আর তাকে পিছনে তাকাতে হয়নি। এখন ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছেন। পাশাপাশি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বলছিলাম কুষ্টিয়া শহরের ফিরোজা আক্তার সম্পার কথা।

শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তার স্বামী ঢাকায় ছোট একটা চাকুরিী করতেন। কিন্তু ২০১৭ সালের দিকে মারা যাওয়ার পর তিনি দু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন৷ নিজের কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকায় ভাড়া বাসায় এবং সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলো। এমন সময় আলোর পথ দেখাতে সহায়তা করে সমাজসেবা অধিদপ্তর।

বর্তমানে তিনি সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন এবং তার এক ছেলে কুষ্টিয়া সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এবার এইচএসসি পাশ করেছে। আর ছোট মেয়ে কেজি স্কুলে লেখাপড়া করছেন।

ফিরোজা আক্তার সম্পা বলেন, শহরের আমলাপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করার সুবাদে সেখানেই কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তিনমাসের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। এবং সেখানে থেকে আমাকে একটি সেলাই মেশিন

বিনামুল্যে সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়। তারপর আমি বাড়িতেই সেলাইয়ের কাজ করতাম।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোড মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের নিচে ছোট্ট একটি রুম ভাড়া নিয়ে ডান্স লেডিস টেইলার্স নামের একটি দোকান পরিচালনা করছি। মাঝে মাঝে আমি একাই কাজ করি। তবে কাজের চাপ বাড়লে দুই-তিনজন সহকারি হিসেবে কারিগর নিয়োগ দেয়। এতে করে মাসে অন্তত ১০-১৫ হাজার টাকা আয় হয়।

কুষ্টিয়া শহর সমাজসেবা অফিসার আসাফউদ্দৌলা বলেন, ফিরোজা আক্তার সম্পা এখান থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেই তার সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। সে নিজেও এখন উৎসাহ পাচ্ছেন। আমরা সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি। আগামীতে তার দোকানে আরও বেশি করে কাপড় কেনার জন্য বিনাসুদে ঋণ প্রদান করবো তাকে।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক রোখসানা পারভীন বলেন, মানুষ কোনো কাজকে অবহেলা আর অবজ্ঞা না করে কঠোর পরিশ্রম করলে তিনি কখনো ‘না খেয়ে মরবেন না’। দরিদ্রতাকে জয় করে তিনি এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আরও কয়েকজন মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্কপের ‘দাবি দিবস’ পালন

বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলো চালু, আইএলও কনভেনশনের অনুসরণে শ্রম আইন ও বিধিমালার সংশোধন, আইন করে জাতীয় ন্ন্যূতম মজুরি ঘোষণা এবং সর্বস্তরে আউটসোর্সিং বন্ধ করে স্থায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুসহ স্কপের ৯ দফা দাবিতে কুষ্টিয়ায় ‘দাবি দিবস’ পালন করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) কুষ্টিয়া জেলা শাখা।

বুধবার সকালে কুষ্টিয়া পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে সমাবেশ, মিছিল শেষে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সমাবেশে জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খানের সভাপতিত্বে ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলার সভাপতি আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায়, বক্তব্য রাখেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সভাপতি পলান বিশ্বাস, জাতীয় শ্রমিক জোট জেলা সভাপতি আমিরুল ইসলাম মকলু, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন জেলা সংগঠক ইসরারুল হক, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র জেলা সংগঠক নীল কমল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সাধারণ সম্পাদক এ্যাড মীর নাজমুল ইসলাম শাহিন ও জাতীয় শ্রমিকলীগ জেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মতিউল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় ৯ দফা ও স্থানীয় ১১ আশু দাবি বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী! দেখার কেউ নেই

কুষ্টিয়ায় ক্যানালের জমি দখল করে অবৈধ স্থাপনা তৈরী করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা বেলেমাঠ এলাকায় জিকে ক্যানাল ভরাট করে জোরপূর্বক অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি করছে এলাকার প্রভাবশালী মহিদুল আলম সালাম নামে একজন। তবে সংশ্লিষ্টদের সাথে আঁতাত করে এমন কাজ করে গেলেও তা দেখার কেউ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা।

এলাকাবাসীসূত্রে জানা যায, জিয়ারখী ইউনিয়নের হররা এলাকার নিজাম উদ্দিনের ছেলে মহিদুল আলম সালাম প্রভাবশালী হওয়ায় সরকারি রাস্তার পাশে জিকে ক্যানালের জায়গা ভরাট করে পাকা দোকান ঘর তৈরি করছে।

স্থানীয়রা জানায়, বর্ষা মৌসুমে এই জিকে ক্যানাল দিয়ে অত্র এলাকার পানি নিষ্কাসন হয়ে থাকে। কিন্তু এ অবৈধ স্থাপনার কারনে এলাকায় জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হবে।

স্থানীয়রা এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সালামের ক্যানাল ভরাট এবং সরকারি রাস্তার ওপরে এমন স্থাপনার জন্য এলাকার মানুষের চরম ভোগান্তি হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবাইদুর রহমান জানান, এমন বিষয় নিয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্তপুর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

অতিদ্রুত এই অবৈধ স্থাপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলাকার পানি নিষ্কাসন ব্যবস্থা সচ্ছল রাখতে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন ১ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এর স্টাফ ।

বুধবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২৬ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে ১ জনের। আর নেগেটিভ আসে ২৫ জনের।

তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৪৮৬৬ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৭১০ জন, সুস্থ ৬১৪ জন, মৃত্যু ১৬ জন ও ট্রান্সফার্ড ৫৪ জন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৬ (সদরে-১৬, গাংনীতে- ৪ ও মুজিবনগরে- ৬) জন।

ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজেটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের স্টাফ, হ্যাপি মন্ডল।

[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

উদ্দীনের বাড়িতে আগুন

মেহেরপুর মল্লিক পাড়া সংলগ্ন মৃত হাজী নেহাজ উদ্দীনের ছেলে নকিম উদ্দীনের বাড়ি পুড়ে ছায়, বুধবার দুপুরে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করচ্ছে।

বাড়ি মালিক নকিম উদ্দিন জানান, আমি চাকরি করি তাই বাসার বাইরে ছিলাম, আমার কাছে বড় ছেলে ফোন করে বলে বাড়িতে আগুন লেগেছে। এমন সংবাদ পেয়ে বাসায় যেয়ে দেখি মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রীনে এনেছে। কিন্তু ততখনে আগুনে আমার দুই তলা ভবনের সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

তিনি আরও জানান, আগুনে আমার বাড়ির দুই তলা ভবনে রান্না ঘর, সুফা, বেডরুম,টিভি,ফ্রিজ, দুইটা লেপটপ সহ সব কিছু পুড়ে ছাই, আল্লাহ আছে অনেক শুকরিয়া যে আমার দুই ছেলের কিছু হয়নি।

এই বিষয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক শারফুল আহসান ভূঁইয়া মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান,৯৯৯ এ আমাদের কাছে একটি সংবাদ আসে। এবং সেই সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছিয়ে ততখনিক ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং নিয়ন্ত্র কালে ঘর থেকে নগদ ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, ফ্রিজ থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

কুষ্টিয়ায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা দিতে এসে দুইজনকে কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অসাধুপায় অবলম্বন করায় দুই জনকে কারাদন্ড ও অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত।